পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : বাজারে কিছু ডিভিডি ড্রাইভ দেখলাম যাতে লেখা লাইটস্ক্রাইব টেকনোলজিযুক্ত, যা অন্যান্য ডিভিডি রাইটারের চেয়ে বেশি দামি। এ ব্যাপারে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করায় সে লাইটস্ক্রাইব টেকনোলজি সম্পর্কে তেমন কিছু বলতে পারলেন না। আমি জানতে চাচ্ছি এ টেকনোলজি কি কাজে লাগে?

–জামান, ঢাকা

সমাধান : লাইটস্ক্রাইব টেকনোলজির সাহায্যে ডিস্কের সারফেসে ইচ্ছেমতো ছবি বা লেখা প্রিন্ট করা যায়। তবে যেকোনো ডিস্কে তা করা যাবে না। এ জন্য লাইটস্ক্রাইব ডিস্কের দরকার হবে। বাজারে লাইটস্ক্রাইব ডিস্ক খুব একটা প্রচলিত নয়, তবে খুঁজে দেখলে ভারবাটিম বা মিতসুবিশি কোম্পানির লাইটস্ক্রাইব ডিস্ক পেয়ে যেতে পারেন। ডিস্কের উপরে প্রিন্ট করা ইমেজ গ্রে-স্কেল মোডে থাকবে তা রঙিন হবে না। এসব ডিস্কের দাম সাধারণ ব্র্যান্ড ডিস্কের তুলনায় কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। বাজারে লাইটঅন লেভেল ট্যাগ নামে নতুন ডিভিডি রাইটার এসেছে। এর সাহায্যে ডিস্কের কোনায় ডিস্কের নাম লিখে রাখা যাবে। লাইটস্ক্রাইব ডিস্কের একটি সমস্যা হচ্ছে তার সারফেসে বার্ন করা ছবি ধীরে ধীরে হালকা হতে থাকে এবং বেশ কিছুদিন পর ওপরের ছবি আর ভালো করে বোঝা যায় না। লাইটস্ক্রাইব ডিস্ক বেশ যত্ন করে ফোল্ডারে রেখে দিলে তা অনেক দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব। বেশিবার ব্যবহার করা হবে এমন ডাটা বা কনটেন্ট লাইটস্ক্রাইব ডিস্কে রাইট না করাই ভালো। লাইটস্ক্রাইব ডিস্কের সারফেসে বার্ন করার জন্য নেরোতেই রয়েছে ডিস্ক সারফেস বা ডিস্ক কভার বার্নার সফটওয়্যার, যা দিয়ে খুব সহজেই নিজের পছন্দমতো ডিজাইন বা ছবি ডিস্কের সারফেসে প্রিন্ট করিয়ে নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ডিস্ক আমরা ড্রাইভের ভেতরে সাধারণত যেভাবে ট্রেতে রেখে তা চালু করি, তার বিপরীতভাবে অর্থাৎ ডিস্ক উল্টো করে ড্রাইভে ঢোকাতে হবে। লাইটস্ক্রাইব ডিস্কের সারফেস বার্ন করার সময় ডিপ কালার ব্যবহার করা ভালো। এতে তা বেশিদিন স্থায়ী হবে।

সমস্যা : ডেস্কটপের ইমেজ ক্যাপচার করার কোনো সফটওয়্যার আছে কি? থাকলে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আশা করছি।

–মাহবুব, শ্যামলী

সমাধান : মনিটরের স্ক্রিনশট নেয়ার জন্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এর সাহায্যে খুব সহজেই স্ক্রিনশট নেয়া যায়। কিন্তু উইন্ডোজেই স্ক্রিনশট নেয়ার সুবিধা দেয়া আছে। উইন্ডোজে স্ক্রিনশট নেয়ার জন্য কিবোর্ডের PrtSc বা PrintScreen নামে বাটনটি চাপুন। এতে আপনার স্ক্রিনের ইমেজ তোলা হয়ে যাবে। তোলা ইমেজ সংরক্ষণ করার জন্য মাইক্রোসফট পেইন্ট বা অন্য কোনো ইমেজ এডিটিং সফটওয়্যার খুলে তাতে পেস্ট করুন এবং তার একটি নাম দিয়ে তা সেভ করে রাখুন। এক্ষেত্রে প্রতিবার বাটন চেপে সেভ করে নিতে হবে প্রত্যেক ছবির জন্য। কিন্তু অন্যান্য সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বাটনে চাপতে থাকলেই হবে, তা পূর্বনির্ধারিত স্থানে নিজে নিজেই তোলা ছবি সংরক্ষণ করতে থাকবে পর্যায়ক্রমে নাম দিয়ে। উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা হয়েছে। স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে নিচের সার্চবক্সে snipping tools লিখলে একটি প্রোগ্রাম আসবে, তা চালু করলেই স্ক্রিনের ইমেজ নেয়ার অপশন পাওয়া যাবে এবং নিজের ইচ্ছেমতো ইমেজ অংশ ছোট-বড় করে নেয়া যাবে। তারপর তা সেভ করে রাখা যাবে। উইন্ডোজের সাথে দেয়া স্ক্রিনশট নেয়ার প্রোগ্রামগুলোর সমস্যা হচ্ছে তা মনিটরের রেজল্যুশন যে মানে সেট করা আছে তার বেশি রেজল্যুশনে ইমেজ সেভ করতে পারে না। কিন্তু আলাদা সফটওয়্যারগুলোয় আরো অনেক বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। গুগলে desktop screen print software লিখে সার্চ দিলে অনেক সফটওয়্যার পাওয়া যাবে। সেখান থেকে একটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিন।

সমস্যা : আমি দুটি এটিআই রাডেওন এইচডি ৬৭৭০ গ্রাফিক্স কার্ড কিনে ক্রসফায়ার করতে চাই। এজন্য কী কী লাগবে? আমার পিসির কনফিগারেশন এএমডি ফেনম টু এক্সফোর ৩.২ গিগাহার্টজ প্রসেসর, এমএসআই ৮৯০জিএমএ-জি৬৫, ২ গিগাবাইট ডিডিআর৩ ১৩৩৩ বাসস্পিডের র‍্যাম, ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক, সিএসএম ১৮০৫ এটিএক্স ক্যাসিং ও আসুস এমএস২২৮এইচ ২২ ইঞ্চি মনিটর। নতুন গেমগুলো ফুল ডিটেইলসে খেলতে চাই, তাই এ কনফিগারেশন ঠিক আছে কি না সে ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিলে খুশি হব।

–ফাহিম, চট্টগ্রাম

সমাধান : এটিআই রাডেওন এইচডি ৬৭৭০ গ্রাফিক্স কার্ড গেমিংয়ের জন্য মোটামুটি বেশ শক্তিশালী কার্ড। দুটি কার্ড ব্যবহার করে ক্রসফায়ার করলে বেশ ভালো পারফরম্যান্স পাবেন আপনার প্রসেসরের সাথে। কোয়াড কোরের প্রসেসরের ফলে গেমিং পারফরম্যান্স অনেক বেড়ে যাবে। আপনার মাদারবোর্ডের মডেল অনুযায়ী তাতে দুটি পিসিআই এক্সপ্রেস স্লট আছে, যার ফলে অনায়াসে দুটি কার্ড তাতে লাগাতে পারবেন। মাদারবোর্ডে হাইব্রিড ক্রসফায়ারএক্স থাকার কারণে বাড়তি সুবিধা পাবেন। হার্ডকোর গেমিংয়ের জন্য আপনার পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী প্রসেসর, মাদারবোর্ড ও মনিটর ঠিক আছে। কারণ গেমিংয়ের জন্য ২ মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইমের মনিটর থাকা ভালো, যা আপনার মনিটরে আছে। সেই সাথে মনিটরটিতে এলইডি এলসিডি, ফুল এইচডি এবং ১০,০০০,০০০:১ অনুপাতের অতি উঁচুমানের কন্ট্রাস্ট রেশিও দেয়া আছে, যা গেমিংয়ের জন্য ভালোর কাতারে ফেলা যায়। আপনার র‍্যাম বেশ দুর্বল হাই-এন্ড গেমিং পিসি হিসেবে। চেষ্টা করুন ৪-৮ গিগাবাইট র‍্যাম নেয়ার। তবে ভালো হয় হাই-পারফরম্যান্স গেমিং র‍্যাম কিনতে পারলে, যার দাম কিছুটা বেশি। মোটামুটি দামের মধ্যে ১৬০০-১৮৬৬ মেগাহার্টজ সম্পন্ন র‍্যাম কিনে নিতে পারেন। ২ গিগাবাইট করে দুটি কেনা ভালো, একটি ৪ গিগাবাইট র‍্যাম কেনার চেয়ে। ৮ গিগাবাইটের বেলায় ৪ গিগাবাইটের দুটি কিনতে হবে। দুটি স্লট দুটি র‍্যাম বসিয়ে ডুয়াল চ্যানেল সাপোর্টে বেশ ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে। বর্তমানে বাজারে ৮ গিগাবাইটের সিঙ্গেল মডুলের র‍্যাম পাওয়া যাচ্ছে। গেমিংয়ের জন্য সাধারণ মানের হার্ডডিস্ক না কিনে বেশি ক্যাশযুক্ত ও বেশি আরপিএমের হার্ডডিস্ক কেনা উচিত। এতে গেম লোড হওয়ার সময় বেশ কাজে দেয়। গেমিংয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো এসএসডি তথা সলিড স্টেট হার্ডড্রাইভ। এগুলোর দাম অনেক বেশি এবং ধারণক্ষমতা কম। ভালো হয় গেমিংয়ের জন্য সাধারণ হার্ডডিস্কের পাশাপাশি একটি এসএসডি হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা। এবার আসা যাক ক্যাসিং প্রসঙ্গে। গেমারদের জন্য এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গেম খেলার সময় সিস্টেমের ওপরে বেশ লোড পড়ে, তাই তা বেশ গরম হয়ে যায়। গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য গেমিং ক্যাসিংগুলোতে বেশ কয়েকটি কুলিং ফ্যানের ব্যবস্থা থাকে। গ্রাফিক্স কার্ডবিহীন অবস্থায় আপনার ক্যাসিং আপনার পিসির জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এর কুলিং সিস্টেম ও ৪০০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ-ই ইউনিট গেমিংয়ের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এটিআই রাডেওন এইচডি ৬৭৭০ গ্রাফিক্স কার্ড চালানোর জন্য ন্যূনতম ৫০০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ-ই প্রয়োজন হয়। তাই দুটি গ্রাফিক্স কার্ড একসাথে চালানোর জন্য স্বাভাবিকভাবেই আরো বেশি ক্ষমতার পিএসইউ লাগবে। পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী ৮৫০-১০০০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ-ই দরকার হবে। গেমিং ক্যাসিংয়ের দাম ৪০০০ টাকা থেকে শুরু। দুটি গ্রাফিক্স কার্ড ও পর্যাপ্ত কুলিং সিস্টেম বসানোর জন্য ক্যাসিংয়ের ভেতরে বেশ জায়গার দরকার পড়বে, তাই মিড টাওয়ারের বদলে ফুল টাওয়ার ক্যাসিং কেনাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সাধারণত গেমিং ক্যাসিংয়ে ২-৩টি হাই-পারফরম্যান্স কুলিং ফ্যান দেয়া থাকে এবং আরো কয়েকটি ফ্যান লাগানোর জন্য জায়গা দেয়া থাকে। প্রয়োজনে আরো কয়েকটি কুলিং ফ্যান কিনে লাগিয়ে নিতে পারেন। ওভারক্লক করার ইচ্ছে থাকলে ওয়াটার কুলিং বা হিটসিঙ্ক ব্যবহার ▸

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

করতে পারেন। পিসি কনফিগারেশন ওপরে উলি-খিত মানের হলে নতুন গেমগুলো ফুল ডিটেইলসে খেলতে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে-৩.০ গিগাহার্টজের ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ই৮৪০০, ১৩৩৩ বাস স্পিড ও ৬ মেগাবাইট এলটু ক্যাশ, ইন্টেল ডিজি৪১ডবি-উজি মাদারবোর্ড, ৪ গিগাবাইট র‌্যাম ও ৮০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। পিসি কেনার পর থেকে হঠাৎ করেই কোনো ওয়ার্নিং বা মেসেজ দেয়া ছাড়াই কমপিউটার রিস্টার্ট হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধান কি? আমার আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কি পিসিতে ৮ গিগাবাইট র‌্যাম লাগাতে পারব?

—**নাবিল**, কাটিকস্তুড়ি

সমাধান : কমপিউটার বারবার রিস্টার্ট করার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, তাই পিসি পরীক্ষা করে না দেখে সঠিক করে বলা যাচ্ছে না কি সমস্যা? পাওয়ার সাপ-াইয়ে সমস্যা, হার্ডডিস্ক ব্যাড সেক্টর, কুলিং সিস্টেম ফেইলুর, ওভারহিট, র‌্যামের সমস্যা, ভাইরাসজনিত সমস্যা ইত্যাদি আরো অনেক কারণে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রাথমিকভাবে পিসির অপারেটিং সিস্টেম বদল করে দেখুন। এরপর তাতে ভালোমানের অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করে তা আপডেট করে পুরো পিসি স্ক্যান করে নিন। ভালো ডিফ্র্যাগমেন্ট সফটওয়্যার দিয়ে হার্ডডিস্ক ডিফ্র্যাগ করুন। ড্রাইভগুলোতে পর্যাপ্ত জায়গা ফাঁকা রাখুন (কমপক্ষে ১৫ শতাংশ)। আপনার পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী হার্ডডিস্কটি কিছুটা পুরনো। সম্ভব হলে ১৬০ গিগাবাইট হার্ডডিস্কে আপগ্রেড করে নিন। তারপরও কোনো সমস্যা হলে পিসিটি কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে গিয়ে চেক করিয়ে আনুন। মাদারবোর্ডের মডেল অনুযায়ী আপনি তাতে ডিডিআর৩ র‌্যাম ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু তা ৮০০ ও ১০৬৬ বাসস্পিডের হতে হবে। এ মাদারবোর্ডের মডেলে ডিডিআর৩-এর প্রথমদিকের র‌্যামগুলো কাজ করবে। নতুন ডিডিআর৩ র‌্যামগুলো সাধারণত ১৩৩৩ বাসস্পিডের হয়ে থাকে। এখনকার সিস্টেমে কত বাসস্পিডের র‌্যাম আছে তা দেখে আপনার নতুন র‌্যাম কিনে নিতে হবে। কমপিউটার মার্কেটে এ গতির র‌্যাম না পেলে এলিফ্যান্ট রোডের পুরনো পার্টস বিক্রেতাদের কাছ থেকে কিনে নিতে পারেন। র‌্যাম স-টগুলোর প্রত্যেকটি ৪ গিগাবাইট মেমরির র‌্যাম ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। তাই ৮ গিগাবাইট র‌্যাম ব্যবহার করতে পারবেন অনায়াসে।

সমস্যা : এটিআই সিরিজের কিছু গ্রাফিক্স কার্ডের গায়ে লেখা দেখা যায় ক্রসফায়ারএক্স রেডি। এ ক্রসফায়ারএক্সটি কি, এবং তা কী কাজে লাগে?

—**তপন**, মহাখালী

সমাধান : ক্রসফায়ার টেকনোলজির সাহায্যে দুই বা ততোধিক গ্রাফিক্স কার্ডের মাঝে সমন্বয় সাধন করে তার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এজন্য মাদারবোর্ডে দুই বা ততোধিক গ্রাফিক্স কার্ড পোর্ট বা পিসিআই এক্সপ্রেস পোর্ট থাকতে হবে। যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো দিয়ে ক্রসফায়ার করতে হবে সেগুলো একই মেমরি, একই ব্র্যান্ড ও একই মডেলের হতে হবে। মূল কথা, ক্রসফায়ারে ব্যবহার করা গ্রাফিক্স কার্ডগুলো যমজ হতে হবে, তাহলেই তা ভালোভাবে কাজ করবে। কিন্তু একই সিরিজের যেমন ৬৮৩০ বা ৬৮৫০ দিয়েও এটিআইয়ের ক্ষেত্রে ক্রসফায়ার করা যায়। সহজ কথায়, মডেলের প্রথম দুটিতে মিল থাকতে হবে, যেমন ৬৮০০ মডেলের মধ্যে ৬৮৩০, ৬৮৫০, ৬৮৭০ ও ৬৮৯০ এগুলোর মধ্যে ক্রসফায়ার করা সম্ভব। বাজারে ২-৩ গিগাবাইটের বেশি মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড নেই। তাই দুটি ২-৩ গিগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে ক্রসফায়ার টেকনোলজির মাধ্যমে গ্রাফিক্স কার্ডের মেমরির পরিমাণ ৪-৬ গিগাবাইট ও ক্লকস্পিড দ্বিগুণ করার পাশাপাশি পারফরম্যান্স দ্বিগুণ করে নেয়া সম্ভব। ক্রসফায়ার টেকনোলজি শুধু এটিআই সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডের সাহায্যে করা সম্ভব। এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে ক্রসফায়ার করা যায় না। এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য রয়েছে এসএলআই টেকনোলজি। গ্রাফিক্স কার্ডের বক্সের গায়ে ক্রসফায়ারএক্স রেডি লেখা থাকার অর্থ হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডটি দিয়ে ক্রসফায়ার করা সম্ভব।

সমস্যা : বাসায় আমি ক্যাননের পিক্সমা আইপি ২৭৭২ প্রিন্টার ব্যবহার করি। খরচ বাঁচাতে কালি রিফিল করার পর থেকে প্রিন্টার বেশ সমস্যা করছে। প্রিন্ট কমান্ড নেয় না, প্রিন্টারের ইঙ্ক ট্যাঙ্ক শূন্য দেখায় এবং পেজ আটকে যায় ইত্যাদি নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমি প্রিন্টারটি বদলে অন্য প্রিন্টার নিতে চাচ্ছি। কোন ব্র্যান্ডের প্রিন্টার কালার ও ফটো প্রিন্টিংয়ের জন্য ভালো? অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টারগুলোর পারফরম্যান্স কেমন? প্রিন্ট করার সময় কালি বাঁচানোর জন্য কি করা যেতে পারে?

—**রবিন**, মুগদা

সমাধান : অরিজিনাল কালি বা আসল কার্টিজের কালি নকল কালির চেয়ে অনেক বেশি প্রিন্ট দিতে পারে। তাই আসল কালি কেনার চেষ্টা করুন, এতে বেশি প্রিন্ট করতে পারবেন। এছাড়া সাধারণ প্রিন্ট করার সময় স্ট্যান্ডার্ড বা হাই কোয়ালিটি মোডের বদলে ইকোনমি, ড্রাফট বা ফাস্ট মোড ব্যবহার করলে বেশ কিছুটা কালি বাঁচানো যায়। নিয়মিত প্রিন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করলে প্রিন্টারের যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়। প্রিন্টার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে যাতে ধুলোবালি না ঢুকে। একেবারে অনেক দিন ধরে প্রিন্ট না করে ফেলে রাখা যাবে না। সপ্তাহে অন্তত একবার প্রিন্ট করা উচিত। মাসে একবার প্রিন্টারের মেইনটেনেন্স অপশনে গিয়ে ক্লিনিং, প্রিন্ট হেড অ্যালাইনমেন্ট, নজেল চেক, বটম পে-ট ক্লিনিং, রোলার ক্লিনিং ইত্যাদি অপশন ব্যবহার করে দেখা ভালো। কোন ব্র্যান্ডের প্রিন্টারের কালির দাম কম এবং সহজলভ্য তা বিবেচনা করে প্রিন্টার কিনতে হবে, তাই কোন ব্র্যান্ড কিনবেন তা নিজেকেই ঠিক করতে হবে। কোনো ব্র্যান্ডের প্রিন্টারই খারাপ নয়। তাদের মাঝে পারফরমেন্সের দিক থেকে কিছুটা উনিশ-বিশ হতে পারে, তবে সেটি হোম ইউজারদের জন্য তেমন একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। কালার বা ফটো প্রিন্টার হিসেবে আলাদা কিছু প্রিন্টার রয়েছে। কম দামের মধ্যে ইঙ্কজেট এবং বেশি দামের মধ্যে লেজার প্রিন্টার বাজারে পাওয়া যায়। হোম ইউজারদের জন্য ইঙ্কজেট এবং অফিসে ব্যবহারের জন্য লেজার পিন্টার উত্তম। মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টার বা অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টারগুলোর ক্ষমতা প্রায় সিঙ্গেল প্রিন্টারের কাছাকাছি, তবে তা তুলনামূলকভাবে বেশি দিন টেকে না। তাই খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টারের দিকে হাত না বাড়ানোই ভালো। কালির খরচ বাঁচানোর জন্য কিছু প্রিন্টার বাজারে পাওয়া যায়, যার সাথে ইঙ্ক ড্রাম বা ইঙ্ক ট্যাঙ্ক যুক্ত থাকে। এসব ইঙ্ক ট্যাঙ্কে অনেক কালি ধরে, যা দিয়ে কয়েক মাস নিশ্চিন্তে প্রিন্ট করতে পারবেন। আবার এগুলোর কালিও বেশ কম দামে পেয়ে যাবেন। রিফিল কালি কেনার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ ভালোমানের কালি না কিনলে প্রিন্টারে সমস্যা দেখা দিতে পারে। যে ব্র্যান্ডের কালি ব্যবহার করবেন সবসময় তাই কেনার চেষ্টা করুন, এতে প্রিন্টার বেশিদিন টিকবে।

সমস্যা : আমি ডার্কসাইডারস ২ গেমটির থার্ড চ্যাপ্টারে আটকে গেছি। এখানে এক জায়গায় দেয়ালে কিছু হুক রয়েছে, যা ডেথ দেয়াল বেয়ে দৌড়ানোর সময় ধরে কিন্তু তারপর এগোতে পারে না। দেয়ালে ঘিমের মতো কিছু অংশ থাকলে তা ধরে স্পিড বুস্ট করে এগিয়ে যায়, কিন্তু হুকের বেলায় নিচে পড়ে যায়। আমি কোনোভাবেই দেয়াল পার করতে পারছি না। এটি কিভাবে পার করব?

—**সালমান**, *ঝিগাতলা*

সমাধান : গেমের থার্ড চ্যাপ্টারে যাওয়ার আগে ডেথ একটি স্পেশাল পাওয়ার পাবে, যার নাম ডেথ গ্রিপ। এই ডেথ গ্রিপ পাওয়ারের সাহায্যে দেয়াল বেয়ে দৌড়ানোর সময় দেয়ালে থাকা হুকগুলোকে লম্বা জাদুর হাত দিয়ে ধরে তাতে ঝুলে দেয়াল পার হতে হবে। আগের স্টেজে ফিরে গিয়ে ডেথ গ্রিপটি খুঁজে বের করুন। এটি খুঁজে পাওয়ার জন্য ইউটিউবে গেমটির ওয়াকথ্রু দেখে নিন।

ফিডব্যাক : *jhutjhamela@comjagat.com*